মার্কিন বার্তা

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

সুনামির জলোচ্ছ্বাসে বিপন্ন মানুষদের সাহায্যে

জর্জ ডবু বুশ
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট)

সম্প্রতি সুনামির ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে তাইল্যান্ড থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বহু শিশু সহ অগণিত মানুষের শোচনীয় প্রাণহানির ঘটনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমেরিকার জনগণও আন্তরিক শোক প্রকাশে সামিল হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়া অভিশপ্ত মানুষদের উদ্দেশে মর্যাদা জানাতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছিল।

সুনামির জন্য যে সব জায়গায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেখানকার ত্রাণ ও পুণর্বাসনের উদ্দেশ্যে যে সব ব্যক্তি, দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রয়োজনীয় অর্থ, ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, পরিবহন, কর্মী এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। সামগ্রিক ভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ সুনামি-বিধ্বস্ত দেশগুলিতে ত্রাণ সাহায্য দিয়ে চলেছে।

সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মার্কিন সরকার প্রাথমিক ভাবে ৩৫ কোটি ডলার সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে। ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় এই অর্থ ব্যয় করা হবে। ত্রাণের কাজে সহায়তা করার জন্য আমি মার্কিন সেনাদেরও সংশিষ্ট অঞ্চলে পাঠিয়েছি। মার্কিন বিমান বাহিনীর বিমান ২৪ ঘন্টাই দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে। মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ 'আব্রাহাম লিঙ্কন'কে ত্রাণ সামগ্রী ও অতিরিক্ত বিমান সহ ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। ওই বিমানের মাধ্যমে অত্যন্ত দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় আটকে পড়া বিপন্ন মানুষদের কাছে ত্রাণ ও খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হবে। ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ মোকাবিলায় শীঘ্রই আরও মার্কিন সেনা পাঠানো হবে। সহযোগী প্রধান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একযোগে সাম্প্রতিক কালের এক বৃহত্তম মানবিক ত্রাণ অভিযানে নেমেছে।

মার্কিন বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল ও ফ্লোরিডার গভর্নর জেব বুশ গত সপ্তাহে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। ত্রাণ প্রয়াস এবং অন্যান্য প্রয়োজন খতিয়ে দেখতে তাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুনামি বিধ্বস্ত দক্ষিণ এশিয়ার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার রূপরেখা তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জেনিভায় বৈঠকে মিলিত হচ্ছে।

আমেরিকায় আমাদের সরকার নিশ্চিত ভাবে এই সব প্রয়াসে সাহায্য করবে। তবে আমেরিকার উদারতার শ্রেষ্ঠতম উৎস নিহিত রয়েছে মার্কিন নাগরিকদের হৃদয়ে। সুনামির বিপর্যয়ের পর থেকে আমেরিকার শিশু ও বয়স্ক নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ ডলার তুলেছে। সারা বিশ্বের মানুষ উদার ভাবে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে যুক্ত হল আমেরিকার এই দানও।

প্রাক্তন দুই প্রেসিডেন্ট বুশ ও ক্লিনটনকেও আমি অনুরোধ করেছি, তাঁরা যেন এই গভীর শোকের সময় সুনামির ত্রাণে আমেরিকার সব মানুষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক প্রয়াসে সামিল হন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টরা ইতিমধ্যেই মার্কিন জনগনকে উদার ভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় দান করতে বলেছেন। এই সব দানই পৌঁছে যাবে সুনামি দুর্গতদের কল্যাণে। এই সব সংস্থা বিপর্যস্ত এলাকায় বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়েছে এবং কোথায় এখন কী সাহায্য প্রয়োজন তার হিসাবও রয়েছে তাদের কাছে।

মার্কিন জনগনও ভূমিকম্প, দাবানল এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভয়ঙ্কর সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে। আমরা জানি, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের শোকের উপশম কোনও কিছুতেই সম্ভব নয়। এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এশিয়ার মানুষকে মার্কিন জনগন সব রকম ভাবে সাহায্য করবে।

যাঁরা তাঁদের নিকটজনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই। যাঁরা এই বিপর্যয়ে দুর্দশার সম্মুখীন তাঁদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। সুনামির দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনে আমেরিকা যথাযথ সহায়তা করে চলবে।

****